UNGEI United Nations Girls' Education Initiative

GLOBAL CAMPAIGN FOR EDUCATION www.campaignforeducation.org

গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহ ২০১১: ' বিগ স্টোরি ' পাঠপরিকল্পনা

"বালিকা এবং নারীদের জন্য *শিক্ষা* এখনই! এটি অধিকার, একে অধিকারে পরিণত কর!"

উদ্দেশ্য :

১. লক্ষ লক্ষ শিশু ও বয়স্কলোক কখনই বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি যাদের অধিকাংশই নারী এবং বালিকা এ বিষয়ে আলোচনা করা।
২. বিশ্বকে জেন্ডার প্রেক্ষাপটে দেখার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উৎসাহ সৃষ্টি করা।
৩. বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যে সকল প্রতিশ্রুতি করেছিলেন এবং প্র মধ্যে যেগুলো তারা অনুসরণ করছে না সেগুলো আলোচনা করা।
৪. বিশ্বব্যাপী এই কর্মপ্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা কিভাবে একটি বার্তা পাঠাতে পারে তা দেখানো।

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা:

- বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ দিলে কী ধরণের উপকার হবে তা বুঝতে পারবে।
- পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের শিশুদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন প্রণালী মূল্যায়ন করতে পারবে।
- যে সব বিষয় বালিকাদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করতে পারে এবং একই সাথে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে যে কারণগুলো বাধার সৃষ্টি করে তা বুঝতে পারবে।

'ক' অংশ

সেকশন 'ক' : ভূমিকা বর্ননা (৫ মিনিট)

বিগ স্টোরি পাঠনপ্রক্রিয়ায় বিশ্বের উল্লেখযোগ্য/স্মরনীয় কিছু নারীর সাথে সকল দেশের শিশুরা অংশগ্রহন করবে এবং লক্ষ লক্ষ নারী ও বালিকা যাদের কোনো শিক্ষা নাই তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করবে। শিক্ষক এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।

শিক্ষক প্রথমে জানতে চাইবেন কত মানুষ বিদ্যালয় শিক্ষার বাইরে রয়েছে। এরপর প্রশ্ন করবেন তাদের মধ্যে কতজন নারী ও বালিকা তা শিক্ষার্থীরা জানে কিনা ।

এবিষয়ে শিক্ষক কিছু মৌলিক তথ্য বিনিময় করবেন :

- বিশ্বব্যাপী ৭২০ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে ;
- তাদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ (প্রায় ৩৯০ লক্ষ) বালিকা ; এবং
- বয়স্ক নিরক্ষরদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশই নারী।

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত একটি বালিকার ক্ষেত্রে দেখা যায়:

- অল্প বয়সে বিয়ে হয় ;
- অপুষ্ট শিশু জন্ম দেয় এবং রোগ ব্যাধিতে শিশুর মৃত্যু হয় ; এবং
- দরিদ্র হয়।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন তারা এমন কোন নারী বা বালিকা কথা জানে কিনা যিনি উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করেছেন। এরপর জানতে চাইবেন ঐ নারী বা বালিকাটি কি কখনও বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন?

'খ' অংশ - শিক্ষা এবং জেন্ডারের ভূমিকা

যেসব পরিবেশ পরিস্থিতি নেতিবাচকভাবে বালক ও বালিকাদের শিক্ষা অর্জনে পার্থক্য সৃষ্টি করে সেগুলো শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করতে পারে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষক জানতে চাইবেন।

উন্নয়নশীল দেশসমুহে নারীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাইবেন।

(উচ্চতর শ্রেনীকক্ষে শিশু অধিকার সনদ নিয়ে আলোচনা করবেন)। সার সংক্ষেপ:

- ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ গৃহিত হয় এবং এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক আইনগত বিধি নিষেধ বা পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকারের রূপরেখা প্রণয়নের উপকরন।
- এটি অবস্থা, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্থানের সব শিশুর মৌলিক মানবাধিকারের কথা বলেছে। এর মধ্যে রয়েছে : টিকে থাকার অধিকার; পরিপূর্ণ বিকাশের অধিকার; ক্ষতিকারক উপাদান থেকে নিরাপত্তা; এবং পরিবার, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের অধিকার। সনদের চারটি মূলনীতি হল, বৈষম্যহীনতা; শিশুর আগ্রহের মূল্যায়ন; বেচে থাকার অধিকার, বেচে থাকা ও উন্নয়নের অধিকার; এবং শিশুর মতামতের প্রতি সম্মান।
- ১৯৪ টি দেশের সম্মতিতে এই সনদ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।
- শিশু অধিকার সনদের প্রতিটি ধারা গ্রহণের অঙ্গিকার করে (স্বীকৃতি দান অথবা সম্মতি প্রদান), জাতীয় সরকারগুলো শিশু অধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তারা এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট জবাবদিহি করতেও সম্মত হয়েছে।

শিক্ষক স্বল্পোন্নত দেশের শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক বৈচিত্র এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কৃত কিছু তথ্য বিনিময় করবেন।

শিক্ষক নারী পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য কী করা যায় সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাদের জানা কিছু কাজের নাম এবং এসব কাজের কোন গুলো নারী বা পুরুষদের জন্য আলাদা করা যায় তা জানতে চাইবেন।

শিক্ষক তাদের কাছে জানতে চাইবেন বাড়িতে দৈনন্দিন কি কি কাজ করতে হয়। এগুলোর মধ্যে এমন কোন দৈনন্দিন কাজ আছে কি যা নারী বা পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট? এই বিভেদ কি কতটা ন্যায়সঙ্গত?

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুভূতি জানতে বলবেন যদি তোমার পিতা-মাতা বলে যে, বাড়িতে অনেক গৃহস্থালির কাজ আছে, তাই তোমার বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

বিদ্যালয়ে যাওয়া কেন প্রয়োজন এবং কিছু শিশু বিশেষ করে বালিকারা কেন বিদ্যালয়ে যায় না এ বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন।

এক্ষেত্রে কিছু উত্তর হতে পারে:

- কিছু শিশু দ্বন্দ্ব সংঘাতময় এলাকায় বাস করে অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে ;
- শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ কম হওয়ায় কোন কোন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির মেয়ারা গুরুত্ব পায় না ;
- অল্প বয়সে বিয়ে করে গৃহস্থলির কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়তে বাধ্য করা হয়;
- কিছু শিশু বিদ্যালয় থেকে অনেক দূরে বাস করে যা বিদ্যালয়ে যাওয়া ক্ষেত্রে তাদের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে বলে তারা বাড়িতেই থাকছে। বিশেষ করে মেয়েরাই নির্যাতন এবং সন্ত্রাসের শিকার হতে পারে ;
- দারিদ্র্যের কারণে : শিশুরা জোরপূর্বক শিশু শ্রমের বিনিময়ে পারিবারিক আয়ে অবদান রাখতে বাধ্য হচ্ছে ;
- বই এবং বিদ্যালয়ের পোশাক কেনার অর্থ তাদের নেই ;
- বিদ্যালয়ে পড়ার খরচ দেয়ার সামর্থ তাদের নেই ;
- সকলকে পড়ার সুযোগ দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যালয় নেই ; এবং
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব।

'গ' অংশ - এ বিষয়ে কী করা যায় (১০ মিনিট)

বালিকাদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ সহজতর করতে কী করা যায়- শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করবেন।

কিছু উত্তর হতে পারে :

- উন্নয়নশীল বিশ্বে বালিকাদের শিক্ষার জন্য সরকারের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ;
- বালিকাদের একান্ততা রক্ষার জন্য সেনিটেশন সুবিধা প্রদান করা ;
- বালিকাদের হেয় প্রতিপন্ন করে এমন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করা ;
- বিদ্যালয়ে পড়ার খরচ এবং শিক্ষার অন্যান্য গোপন/লুকানো খরচ না রাখা ; এবং
- বালক ও পুরুষদের নারী ও বালিকাদের শিক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা পালনে আগ্রহী করে তোলা।

শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করবেন। যদি কোন রাজনীতিবিদকে পাও, তোমরা তাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে বলতে পার।

- বিশ্বে কত শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে
- যারা শিক্ষা অর্জন করতে আসে তাদের মধ্যে কারা বেশি বঞ্চিত হয়?
- শিড়্গাত বরেণ্য কোন নারীর নাম বলুন।
- শিক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ তার কিছু কারণ উল্লেখ করুন।

- বালক ও বালিকাদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কী করা অত্যাবশ্যক?

'ঘ' অংশ. কার্যক্রম (৩০ মিনিট)

বালিকাদের লেখাপড়া শেখানো কেন দরকার সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলবেন। কিভাবে মেয়েদের শিক্ষা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাড়া দিতে বলবেন।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার সংযুক্ত লিফলেটটি অধিক নির্দেশনা লাভের জন্য দেখতে বলবেন। (চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাটি স্বেচ্ছাকৃতভাবে হবে। এই কার্যক্রম প্রতিযোগিতামূলক নাও হতে পারে অর্থাৎ শিশুরা এবং বিদ্যালয় ছবিগুলো রেখে দিতে পারবে)।

কিছু কার্যক্রমের উদাহরণ হতে পারে :

- একটি শিক্ষিত বালিকা একটি শিক্ষিত নারী হয়ে উঠবে যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হবে এবং যার সন্তানেরা বিদ্যালয়ে যাবে।
- শিক্ষিত নারীরা নিজেদের এবং তাদের সন্তাদের জন্য উন্নততর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পারবেন এবং
- বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে এবং এইডস এর মত রোগের হার কমাতে পারবেন।

যে বালিকা কোন দিন বিদ্যালয়ে যায় নি তার মত জীবন তোমাদের হলে কেমন লাগত? এই প্রশ্ন শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করবেন।

- শিক্ষা না পেলে কেমন হত তা তিনি ২-৩ জন শিশুকে বলতে বলবেন

বালিকাসহ সকলকে শিক্ষার সুযোগ দিলে কী লাভ শিক্ষক তার কিছু উদাহরণ দেবেন। উদাহরণগুলোর মধ্যে থাকতে পারে :

- শিক্ষিত মানুষ সুস্থ মানুষ কারণ তারা সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন করতে পারে এবং সুস্থজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে ।
- শিক্ষা ক্ষুধা নির্মুল করে । শিক্ষিত নারীর সন্তান সুপরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে।
- শিক্ষা জীবন বাচায় । শিক্ষিত মায়ের শিশুদের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বেচে থাকার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে দ্বিগুন।
- শিক্ষা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করে।

সকল নারী ও বালিকাদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া উচিত কিনা- এ বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন।